আমন্ত ও তার ধানের ব্যবসা

— মঙ্গল হেমব্রম (সপ্তম শ্রেণী)

একসময় বর্ধমানে এক ধনী ব্যক্তি বাস করত। তার নাম ছিল জীবন আমন্ত। জীবন আমন্ত ছিল খুব কৃপন আর সে ধানের ব্যবসায়ে টাকা খাটাতো। ব্যবসার নামে সে গরিব লোকদের ঠকিয়ে টাকা আয় করত। তাদেরকে কম কম ধান দিয়ে বেশি বেশি টাকা নিত। এমনি ভাবেই সে অনেক টাকা রোজগার করে ধনী হয়েছিল। একদিন সেই গ্রামেরই একজন লোক এই ব্যাপারটা বুঝতে পেরে ভাবল আমন্তকে একটু উচিৎ শিক্ষা দিতে হবে। এই ভেবে সে আমন্তের বাড়িতে গিয়ে বলল — 'ও আমন্ত মশাই, আমি খুব গরিব মানুষ, আমি এই গ্রামেই থাকি। আমাকে দয়া করে কিছুটা ধান দেবেন?' এ কথা শুনে আমন্ত মশাই একটু বাঁকা চোখে তাকিয়ে বললেন – 'তুমি কে? তোমাকেতো এই গ্রামে, এর আগে কখনও দেখিনি।' তখন ঘরের ভেতর থেকে আমন্তের বউ বলে উঠল — 'বছর খানেক হল ও এই গ্রামে নোতুন এসেছে, মাঝের পাড়ার সর্দারদের জামাই। ওকে তুমি কিছুটা ধান দিতে পার মনে হয় খুব একটা

P.T.O.

সমস্যা হবে না।' তখন আমন্ত বলল — 'ঠিক আছে আমি ওকে কিছু ধান দিচ্ছি। কিন্তু এক মাসের মধ্যে ওকে আবার ধান ফেরত দিতে হবে এবং তার সঙ্গেঁ একশো টাকা সুদ দিতে হবে।' এই বলে সে লোকটাকে এক মন ধান দিল। লোকটা হাসতে হাসতে বাড়ি চলে গেল। দু দিন পরেই লোকটা আমন্তের সামনে হাজির হয়ে বলল – 'আমন্ত মশাই আপনার সব ধান দেখছি চালে পরিনত হয়ে গেছে।' তা শুনে আমন্ত খুশিতে বলে উঠল – 'কোথায়, কোথায় সে চাল দেখাও তো দেখি।' তখন লোকটি চালের বস্তা খুলতেই দেখে যে শুধু চাল নয় তার মধ্যে ছোট ছোট সোনার টুকরোও আছে। আমন্ততো তা দেখে মহা খুশি হয়ে বলে উঠল — 'তোমার যদি আবার কখনও ধানের দরকার হয় আমার কাছে চলে আসবে।' লোকটি বলল – 'ঠিক আছে!' তার পর সে চলে গেল। আমন্ত মনে মনে ভাবতে লাগল কী বোকা লোক! এত সোনা কেউ কাউকে দেয়। আসলে আমন্ত জানত না যে সেগুলি

P.T.O.

আসলে সোনা নয়। সেগুলি ছিল লোহা। লোহার গুলিতেই সোনার রং করেছিল লোকটা। হঠাৎ দু মাস পরে লোকটা আবার এসে বলল – 'মশাই আমার মেয়ের বিয়ে আছে। তাই আমার অনেক ধান চাই।' আমন্ত খুশি হয়ে বলল — 'কত ধান চাই তোমার?' লোকটি তখন বলল — 'আমার দু কুইন্টলের মত ধান চাই।' তখন আমন্ত হাসতে হাসতে তাকে দু কুইন্টল ধান দিয়ে দিল এবং আমন্ত ভাবতে লাগল এত ধান যদি চাল হয় তাহলে তার মধ্যে নিশ্চই দু কেজির মতো সোনা থাকবে। এসব ভেবে সে অনেক খুশি হতে লাগল। এদিকে হঠাৎ তিন দিন পরে লোকটা আমন্তের কাছে এসে হাজির। আমন্ত তাকে দেখেই খুশি হয়ে বলল — 'চাল কোথায়? আমার ধান চালে পরিনত হয়েছে?' লোকটি তখন কাঁদো কাঁদো হয়ে বলল — 'আমন্ত মশাই আপনার ধান সব মাটিতে

P.T.O.

পরিনত হয়েছে।' আমন্ত তখন রেগে গিয়ে বলল – 'আমাকে বোকা বানানোর চেষ্টা করছ? ধান কখনও মাটিতে পরিনত হয়?' তখন লোকটা বলল — 'আমার বাড়িতে ধান যদি চাল ও সোনায় পরিনত হতে পারে, তবে ধানও নিশ্চই মাটিতে পরিনত হতে পারে।' এবং এই কথা বলার পর লোকটা আমন্তের বাড়ি থেকে বাইরে চলে গেল। আমন্ত তখন হতাশ হয়ে মাটিতে বসে পড়ল এবং মনে মনে বলল — 'হায় রে, তার কাছ থেকে প্রথম বারে চাল না নিলেই ভাল হত।' তার পর থেকে আমন্ত আর কাউকে ঠকাতে সাহস করত না এবং সে ভালই হতে লাগল।

— x —